ভূমিকা

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

জনসংখ্যার আধিক্য ও ভূমির অপ্রতুলতা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী দু'টি সমস্যা। বর্তমানে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং প্রতি বছর এটি ১.৬ শতাংশ হারে বাড়ছে। সমসাময়িক কিছু গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, ক্রমবর্ধমাণ জনসংখ্যার আবাসন নির্মাণের জন্য প্রতিবছর দেশের শতকরা এক ভাগ আবাদী জমি কমে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে আবাসন ও কৃষিভূমির সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে ড. সেলিম রশিদ ও তার সহযোগীরা গত ১৫ বছর ধরে নিরলস গবেষণা করে যাচ্ছেন । প্রফেসর সেলিম রশিদ এর সমাধানের রূপরেখাকে 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গ্রামীণ আবাসনসমূহকে একত্রীকরণ, হাসপাতাল, স্কুল, বাজার, গ্রামীণ শিল্প ও স্থানীয় সরকারকে একসঙ্গে করে প্রায় ২০,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য পরিষেবা প্রদান এর মূল উদ্দেশ্য। আনুভূমিকভাবে (horizontally) নতুন নতুন গৃহ নির্মাণ থেকে তিনি অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ও কৃষিভূমিকে রক্ষার তাগিদে উলম্বভাবে (vertically) গৃহ নির্মাণে অগ্রসর হবার তাগিদ দেন। এরফলে বাংলাদেশ আগামী ৩০ বছরের মধ্যে ১০% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবনার আলোকে, গত জুলাই, ২০১২ সালে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হয়। এটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, বেসরকারি উন্নয়নমূলক থিঙ্কট্যাঙ্ক। এর প্রধান উদ্দেশ্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারজনিত ও পরিকল্পিত নগরায়ণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এর সমাধানকল্পে রূপরেখা ও অবকাঠামো নিয়ে কাজ করা।

এপ্রিল ২০, ২০১৩ সালে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন এর আনুষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়। প্রফেসর সেলিম রশিদ, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার কি-নোট উপস্থাপন করেন। প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসন অলংকৃত করেন। সম্মানিত প্যানেল আলোচকদের মধ্যে প্রফেসর সারোয়ার জাহান, নগর ও পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট; জনাব মাহবুব জামিল, চেয়ারম্যান, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড; ড. আকবর আলী খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এর চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্বনামধন্য পলিসিমেকার, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, অধ্যাপক এবং উন্নয়ন গবেষকেরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

ভূমিকা

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি সকল অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই তরুণ স্থপতি ইমামুর হোসেন রুম্মানকে এই রিপোর্টটি সংকলন করার জন্য।

ড. আবুল হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন (সিটিএফ)
সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

প্রধান অতিথি
প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

চেয়ারপারসন
জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ব্র্যাকনেট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ।

সম্মানিত প্যানেলিস্ট

প্রফেসর সারোয়ার জাহান, নগর ও পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট।
জনাব মাহবুব জামিল, চেয়ারম্যান, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড।
ড. আকবর আলী খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা।
প্রফেসর রেহমান সোবহান, অর্থনীতিবিদ, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ।
প্রফেসর সেলিম রশিদ, চেয়ারপারসন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন।

এছাড়া স্বনামধন্য পলিসিমেকার, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, অধ্যাপক এবং উন্নয়ন গবেষকেরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে, সিরডাপ মিলনায়তনের চামেলি হাউজে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা পর্ব-১

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

ড. আবুল হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারি
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

ড. আবুল হোসেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। তার মতে, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটি মাধ্যম যাতে বাংলাদেশে ১০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হতে পারে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাকে শুধুমাত্র সেমিনার বা বইয়ে আবদ্ধ না রেখে, একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়, যাতে এই আলোচনাটি ছড়িয়ে দেয়া যায়। তিনি বলেন, সিটি ফাউন্ডেশন একটি রেজিস্টার্ড ফার্ম হিসেবে কাজ করা শুরু করেছে। সেমিনারে উপস্থিত পরিকল্পনাবিদ এবং অর্থনীতিবিদসহ সবাইকে এতে অবদান রাখার জন্য তিনি আহবান জানান। শুধু গবেষণাপত্র বা বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রয়োগের স্বপ্ন নিয়ে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ এগিয়ে যাবে বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

অধ্যাপক সেলিম রশিদ
পিএইচডি
চেয়ারপারসন
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

ড. সেলিম রশিদ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার কি-নোট উপস্থাপন শুরু করেন। তিনি জানান, ১৯৬৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি লন্ডন চলে যান। কম্প্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে তিনি গত ১৫ বছর ধরে কাজ করছেন। বুয়েটের আরবান এন্ড রিজিওনাল প্লানিং ডিপার্টমেন্টকে এবং প্রথম থেকেই তার কাজে সহযোগীতা করার জন্য প্রফেসর সারোয়ার জাহানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি।

তিনি বলেন, "কম্প্যাক্ট টাউনশিপের প্রয়োজনীয়তা আমাদের প্রথমে অনুধাবন করতে হবে। প্রথমত, আমরা প্রতিবছর কমপক্ষে এক শতাংশ আবাদী জমি হারাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর গ্রাম থেকে যে হারে মানুষ আমাদের শহরগুলিতে, বিশেষত রাজধানীতে আসছে, শহরগুলো অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাস করার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়ছে। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। এবং সর্বোপরি, বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য ২০৫০ সাল পর্যন্ত আমাদের আরো ৫কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কাজের জন্য আমাদের অবকাঠামো দরকার এবং এই অবকাঠামো তৈরীর জন্য লোকজনকে একত্রিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ সমস্যাগুলি সমাধানের একটি কার্যকর প্রকল্প হতে পারে।" তিনি উপস্থিত আলোচকদের জন্য স্লাইডে পাশাপাশি তুলনামূলক দুটি চিত্র প্রদর্শন করেন। একটি ২০০০ সনে নরসিংদী জেলার বাসস্থানসহ রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং অপরটি কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করার পর ওই স্থানের অবস্থা কেমন হবে তার চিত্রায়ন।

তিনি বলেন, "প্রথমত স্থানীয় মানুষদের যদি বলা হয়, আপনারা নিজেদের পৈত্রিক ভিটায় থাকতে চান, আপত্তি নেই। তবে, আপনারা যদি স্কুল কলেজ, হাসপাতাল চান, বড় রাস্তার পাশে থাকতে চান, বাজার ব্যবস্থার সুবিধা চান, তবে আপনাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে হবে। এবং এই জায়গা হতে হবে বন্যা থেকে সুরক্ষিত এবং যদ্দুর সম্ভব শহরের সকল সুবিধাগুলো গ্রাম এলাকায় পাওয়া যাবে। গ্রামের বিক্ষিপ্ত ঘর-বাড়ি একত্রিত করে বন্যা থেকে

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

সুরক্ষা দিয়ে, সেখানে বাজারের সুবিধা এবং শিল্প কারখানার ব্যবস্থা করলে অনেকেই এই টাউনশিপে স্থানান্তরিত হবে। আমাদের গ্রামীণ এলাকায় ছড়ানো ছিটানো, বিক্ষিপ্তভাবে না থেকে আমরা যদি একটা মহাসড়কের পাশে থাকি তাহলে দেশের রূপ কি হবে, কত জমি অবমুক্ত হবে এবং কতো কম গ্রামীণ রাস্তা প্রয়োজন হবে, সেটি হিসেব করলে সহজে অনুমেয়।"

তার মতে, আগামী ৩০-৪০ বছরের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য প্রায় সাড়ে চার হাজার কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করতে হবে। এতে প্রায় ৯ কোটি লোক বাস করবে। প্রতিটি কম্প্যাক্ট টাউনশিপ তৈরির জন্য ৩০-৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে। তিনি জানান, "ঢাকা মহানগরী অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। আর এই পরিকল্পণাহীনতার ফলাফল হিসেবে প্রতি বছর আমাদের অর্থনীতির একটা বিশাল অংশ এর মাশুল হিসেবে ব্যয় হচ্ছে। আমরা যদি ঢাকাকে একটি পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তুলতাম, তাহলে এই ব্যয়কৃত অর্থ থেকেই প্রতি বছর প্রায় ১০০টি কম্প্যাক্ট টাউনশিপ তৈরি করা সম্ভব হতো এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত ৩০০০ কম্প্যাক্ট টাউনশিপ এই বাঁচানো টাকা দিয়েই করা যেত।"

কমপ্যাক্ট টাউনশিপের অর্থায়নের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, যারা কম্প্যাক্ট টাউনশিপে স্থানান্তরিত হবেন, তারা যদি মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাড়া দেয় এবং তাদেরকে যদি ৪০ বছরের জন্য বিনা সুদে ঋণ দেয়া হয়, তাহলে এর অর্থায়ন করা সহজতর হবে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ সরকার এ মুহূর্তে এটি করতে চাইলেও আমাদের একসাথে ৪৫০০-৫০০০ আলাদা প্রকল্প করার মত এতো বিশাল ব্যুরোক্রেসি নেই। কিন্তু সরকার যে কাজটি এখন করতে পারে , তা হলো আইন প্রণয়ন এবং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করা। যদি এরকম একটা ফ্রেমওয়ার্ক হয়, তাহলে কী উপায়ে নতুন কম্প্যাক্ট টাউনশিপ গড়া যাবে সেটি নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

কম্প্যাক্ট টাউনশিপ রূপকল্পটি অনেকের চিন্তাপ্রসূত বলে ড. সেলিম রশিদ জানান। ১৯৬৯ সালে মাহবুবুল আলম চাষী এ ধরণের একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। প্রফেসর সারোয়ার জাহান, তৌফিক সিরাজ তাদের অভিসন্দর্ভেও এ ধরণের প্রকল্পের উল্লেখ করেছেন।

উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহকে সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করলে সেটি একটি সমাধান হতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্পকারখানার মালিকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ক্ষুদ্র টাউনশিপ করতে পারবেন। আরএমজি সেক্টরগুলো শহরের বাইরে যদি স্থানান্তর হয়, সেখানের ৪ থেকে ৫ হাজার কর্মীর জন্য, ২০ হাজার লোকের আবাসন সহজভাবে করা সম্ভব বলে ড. সেলিম রশিদ মনে করেন। মালিকপক্ষ কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাসপাতাল এবং পেনশন স্কিম ইত্যাদি করতে পারে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে দেশের উন্নতি হবে এবং আমরা পূর্বের তুলনায় উন্নত হব। সরকার যদি এই ব্যবস্থাপনার জন্য আইন করে দেয় এবং এজন্য যদি জমি সংকুলান সম্ভব হয়, তাহলে গার্মেন্টের মালিকরা তাদের স্বার্থের জন্যই এটি করবে। তবে, তিনি এটি উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র ইপিজেডের উৎপাদন দিয়ে স্বভাবতই দেশের ১০% প্রবৃদ্ধি আসবে না।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

প্রফেসর সারোয়ার জাহান
নগর ও পরিকল্পনা বিভাগ
বুয়েট

প্রফেসর সারোয়ার জাহান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জানান, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই তিনি প্রফেসর সেলিম রশিদের সাথে কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে এ ধারণাটি অনেকের কাছে নতুন এবং বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হতে পারেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, "আমরা যদি একটু বিশ্লেষনে যাই, তাহলে দেখা যাবে, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের প্রসেসটি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের প্রাথমিক ধারণা যে, ভিটে-মাটি থেকে মানুষ আসবে না বা যারা কৃষক তারা তাদের বসতভিটের কাছাকাছি থাকতে চাইবে। প্রাথমিকভাবে মানুষ কৃষিভূমির অপ্রতুলতার কারণে কৃষিকর্ম থেকে অনেকেই অধিক আয়ের জন্য শিল্প-উৎপাদনভিত্তিক কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছেন। এতে তাদের বসতবাড়িও কাজের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে।"

বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি দুটি শহরই বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন। ঢাকায় ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ৫-৬ লক্ষ ছিল।'৭৪ সালে যখন বেড়ে ১৮ লক্ষ দাঁড়ালো। '৮১ সনে সেটি প্রায় ৩৫ লক্ষ হয়, '৯১ সালে ৬৫ লক্ষ এবং ২০০১ সালে জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এখন এই জনসংখ্যার পরিমাণ সোয়া কোটির উপরে। "কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, লোকজন সব ঢাকায় এসে ভিড় করছে, কিন্তু চট্টগ্রামে যাচ্ছে না তেমন। এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকায় নগরায়ণে এত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। একটি হিসেবে দেখা গেছে, সামগ্রিক আরবান পপুলেশনের ৪০% ঢাকায় এবং যত কর্মসংস্থান হয় তারও ৩০-৪০% ঢাকার আসে পাশে। কাজেই, এর ফলে একটি ভারসাম্যহীন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যার ফলে আমরা দেখি যে, ঢাকার জিডিপি যে হারে বাড়ছে তা অন্যান্য এলাকার চাইতে অনেকগুণ বেশি। এ ধরণের প্রসেস যদি চলতে থাকে তাহলে, ১০% গ্রোথ আমরা কখনই পাব না" - তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গঠন এমন হয়েছে যে, যদি খুলনা, রাজশাহী এলাকায় বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে ইনপুট আউটপুট লিঙ্কেজের মাধ্যমে- সার্ভিসের যতো রিটার্ন আসার কথা তার একটি বড় অংশ আবার ঢাকায় চলে আসে। কাজেই এ ব্যবধান দিন দিন হয়ত বাড়তেই থাকবে। তার মতে, এক্ষত্রে ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকাগুলোতেও প্রতিযোগিতা করতে হবে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম নাজেম বিভিন্ন শহরের কম্পিটিটিভনেস নিয়ে করা এডিবির একটি স্টাডিতে ঢাকার কম্পিটিটিভনেস সর্বোচ্চ দেখান বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা শহর জাতীয়ভাবে অনেক কম্পিটিটিভ হলেও, গ্লোবালি কম্পিটিটিভ নয়। ঢাকার বাইরে আমাদের আরো অনেক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন শহর অবশ্যই হতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, "একটা শহরের উপার্জন বৃদ্ধি পায় যখন তার অর্থনৈতিক ভিত্তিটা মজবুত থাকে। অর্থনৈতিক ভিত্তি সেসব শহরেরই ভালো যারা উৎপাদনমুখী হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরণের শিল্প গড়ে উঠে এবং সেগুলো ওই শহরের বাইরে রপ্তানী হয়। তাই কোনো স্থানে এ ধরণের প্রডাক্টিভ সেটেলম্যান্ট করতে চাইলে তাকে উৎপাদনমুখী হতে হবে।" তিনি মনে করেন, ''বাংলাদেশের অনেক হাট-বাজার আছে যেখানে এই কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায়, এতে লোকেশনের

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

সুবিধা হবে। আমরা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কাজটি করতে পারি। আমরা অনেক সময় যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি, সেটি আসলে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ না করলে কখনো সম্ভব হবে না। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে পারলে আমাদের দুটি সুবিধা হবে। একটি হলো সাধারণ মানুষ এতে অংশ নিতে পারবে এবং আরেকটি হলো- স্থানীয় উন্নয়ন যেটি স্থানীয় ডিসিশন প্রণেতাদের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। আর এটি হলে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বাঁধা আসতে পারে সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে, এবং সবশেষে যা করতে হবে তা হলো, সচেতনতা তৈরী করা। যারা ডিসিশন প্রণয়নে রয়েছেন, আমরা যদি সমস্যা সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে পারি, তাহলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।"

জনাব মাহবুব জামিল
চেয়ারম্যান
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড

জনাব মাহবুব জামিল তৃতীয় বক্তা হিসেবে তার বক্তব্য শুরু করেন।

তার মতে, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ক্ষেত্রে মূল আলোচনা হল ভূমির ব্যবহার। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রচুর কিন্তু স্থান সংকুলান একটি সমস্যা। কমপ্যাক্ট টাউনশিপের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত বসতিগুলো সুবিন্যস্ত হবে এবং অনেক উদ্ধৃত জমি পাওয়া যাবে। সেখানে কৃষিকাজ বা বনায়ন হতে পারে এবং পুকুর করে মাছের চাষও হতে পারে। দেশের জেলা শহরগুলোর আয়তন বেড়েছে কিন্তু যেহেতু পরিকল্পনা হয়নি তাই নগরায়ণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করেছে, যার জন্য মানুষ বস্তিতে থাকলেও কোনভাবে জীবিকা চালাতে পারছে। প্রাক স্বাধীনতা আমলে ঢাকার বাইরে যে সকল শহরগুলো শিল্পে উন্নতি করেছিল, সেগুলো আজকে ম্রিয়মান। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, "আপনারা যদি ঢাকা থেকে অন্যান্য জেলায় যান, দেখবেন যে হাইওয়ের পাশে একটি ছোট সেন্টার রয়েছে, যেখানে বাজার, মসজিদ আছে এবং দুঃখজনকভাবে সেখানে যথেষ্ট জনবসতিও আছে। সেখানে ছোটখাটো টাউনশিপ তৈরী হয়ে গেছে। যেহেতু এটি অপরিকল্পিত, এতে হাইওয়ের যাত্রাপথ বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যুরো-পলিটিকসের আগ্রহ না থাকায় সেখানে জনবসতি হচ্ছে, বাজার বসছে কিন্তু সেখানে স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধাসমূহ নেই। পরিকল্পনা না থাকায় এর ভেতরেই বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

ড. আকবর আলী খান
সাবেক উপদেষ্টা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ

ড. আকবর আলী খান, ড. সেলিম রশিদকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের সবচেয়ে দুর্বল স্থান সম্পর্কে আমরা অনেক সময় কিছুই বলি না। সেটি হল এই সীমিত ভুখণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণ জনশক্তি রয়েছে তার সামঞ্জস্য বিধান করা।

"কম্প্যাক্ট টাউনশিপের মাধ্যমে আমরা ম্যাজিক অফ ১০% পেতে পারব। কিন্তু আরেকটি ফলাফল হতে পারে, আমরা যদি পরিমাণগত দিক হিসেব করি তাহলে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হবে। যদি আমরা ভূমি সমস্যা ও জনসংখ্যার সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারি তাহলে গুনগত দিক থেকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক না হয়ে ঋণাত্মক হবে। আমার নিজের গবেষণা থেকে যা ধারণা, বাংলাদেশের যে মানব বসতি তা অন্যান্যদেশ থেকে অনেকটা ছড়ানো-ছিটানো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কম্প্যাক্ট ভিলেজের মত কর্পোরেট ভিলেজও গড়ে উঠেছে যেখানে নেতৃত্ব অনেক শক্ত এবং মানুষ মোটামুটি নির্ধারিত স্থানেই বসতি স্থাপন করে। আপনারা উত্তর ভারতে দেখতে পাবেন, প্রতিটি গ্রামের একটি সেন্ট্রাল স্পেস থাকে যাকে কেন্দ্র করে গ্রামটি গড়ে ওঠে। একটি বিষয় হয়ত আমরা খুব বেশি ভয় পাচ্ছি যে আমাদের দেশের লোকেরা তাদের ভিটেবাড়িকে বেশি ভালবাসে এবং তারা হয়তো বাইরে যেতে চাইবে না। কারন ইতিহাস দেখলে আমরা দেখব, এটি নদী ভাঙ্গনের দেশ এবং গ্রামগুলোতে মানুষ ক্রমশই স্থান পরিবর্তন করছে। মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। তাই পরিবর্তন করতে গেলে তাদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে প্রথমে চিন্তা করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে জমির অধিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়াবে।"

তার মতে, প্রথমত, বেসরকারী খাতগুলোকে এক্ষেত্রে বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। গার্মেন্টস মালিকেরা ছাড়াও রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলোও এগিয়ে আসতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ চাইলে এক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারেন। তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকারেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। চতুর্থত, বেসরকারী যে সকল সেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে, তারাও যদি কাজ করে দেখাতে পারে তাহলে জনসাধারণ শিক্ষা নিতে পারবে। আমাদের দেশে ভালো কোনো কাজ হলে তা গ্রহণ করার ক্ষমতা সবারই আছে। মডেলের ভালো দিকগুলি যদি সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর দ্বারা ছড়িয়ে দেয়া যায় সেটা ফলপ্রসূ হবে বলে তার ধারণা।

তিনি আরও বলেন, " আমাদের বস্তি সমস্যা নিয়ে আমরা খুব একটা কথা বলি না। বস্তিতে মানুষজন কিভাবে থাকে এবং তার সমাধান কি হবে সেখানে সরকারী, বেসরকারী খাত এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের এগিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি এটি অপরিসীম সম্ভাবনার একটি ক্ষেত্র এবং আইন পরিবর্তনের বিষয়টি সবশেষে আসা উচিত।"

‘'কম্প্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাকে আমরা হয়ত কিছু জায়গায় বাস্তবায়ন করতে পারি এবং সকল জায়গায় হয়তো পুরোটা বাস্তবায়ন নাও হতে পারে। কম্প্যাক্ট টাউনশিপের উপাদানগুলো আমাদের প্রথমত চিহ্নিত করতে হবে। এর সবগুলো উপাদান এই মুহূর্তে বাস্তবায়ন করতে না পারা গেলেও , অল্প কিছু করা হলে সেটিও অনেক বড় অর্জন হবে। টাউনশিপ হতে হবে।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

তাত্ত্বিকভাবে বললে, উপাদানগুলো চিহ্নিত করে কোন কোন উপাদান সহজে বাস্তবায়ন করা যায় সেইদিকে মন দিতে হবে। সবশেষে আমার মন্তব্য হলো যে, অনেকদিন ধরে এ ধরণের কাজ চলবে। আমরা কখনই আশা করব না যে ৫-১০ বছরে পুরো বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে, কিন্তু আমরা আশা করতে পারি যে এটি চলমান থাকলে ভবিষ্যতে ভালো ফল আসবে। সেজন্য এ ধরণের যত কাজ হচ্ছে সেগুলোকে সব সংগ্রহ ও মুল্যায়ন করতে হবে। এই ফাউন্ডেশন শুধু প্রকল্পের কথা না চিন্তা করে যদি একটি শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে পথ দেখায় তাহলে আমাদের সকলের জন্য কল্যাণকর হবে।"

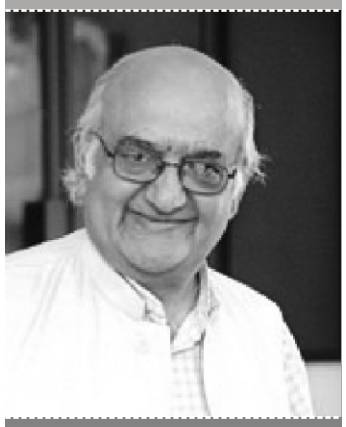

প্রফেসর রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

প্রফেসর রেহমান সোবহান জানান দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর এবং স্বাবলম্বী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটি অন্যতম সমাধান হবার দাবি রাখে। তিনি জানান, আমাদের দেশের ভূমির পরিমাণ সীমিত এবং অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর নির্মাণের জন্য গ্রামীণ এলাকাগুলো কৃষিজমি হারাচ্ছে।

তার মতে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর আলোচনার জন্য কিছু বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ এর অবকাঠামো বিনির্মাণ করা একটি দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। 'বিকেন্দ্রীকরণ' ডিসকোর্সটি একটি রাজনৈতিক আলোচনার ইস্যু এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। জেলাকে বিকেন্দ্রীকরণ করলে উপজেলার নাগরিক সুবিধার বৈপরীত্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। উপজেলাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রামের সাথে দ্বন্দ্ব সূচনা হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, সম্পত্তির অধিকার আরেকটি বিষয় যা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। একটি এলাকার মানুষদের কমপ্যাক্ট টাউনশিপে স্থানান্তর করতে চাইলে কিভাবে তাদের সম্পত্তি বরাদ্দ করা যায় সেটি একটি প্রশ্ন। নতুন সেটেলমেন্টে কিভাবে সমমূল্যের ভূমি বণ্টন করা যেতে পারে সেটি চিন্তা করতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে এটি সমাধান করা গেলেও প্রয়োগের সময় বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। ভূমি ব্যবহারে প্রকৃত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক পরিচালনাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কমপ্যাক্ট টাউনশিপে স্থানান্তর করার পরে সাংস্কৃতিক আবাসনের যেন ক্ষতি না হয় সেটাও দেখা প্রয়োজন। এছাড়া পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আগলে রাখা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ সকল ব্যাপারে কি কৌশল আরোপ করা যেতে পারে তা বের করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

প্রফেসর রেহমান সোবহান বলেন, প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব ভূমি ব্যবহার ও স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক বৈচিত্র রয়েছে। ফলে স্থানান্তর বা পূনর্বাসনের ফল কি হতে পারে, তাদের জীবনযাত্রা কতটুকু পরিবর্তিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেটি গবেষণা করতে হবে। ড. সেলিম রশিদের আরএমজি সেক্টরে স্থানান্তর ও টাউনশিপ তৈরি বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, নতুন আবাসনগুলো কিভাবে কাজ করবে, ট্রেড ইউনিয়নের নতুন ফর্ম কেমন হবে এবং পরিচালনা পদ্ধতি কি রকম হতে পারে তা দেখতে হবে। সবশেষে তিনি জানান, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নদী ভাঙ্গনের কারণে বা বাধ্য হয়ে বাসস্থান স্থানান্তর করে, সেক্ষেত্রে যদি একটি পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, এই প্রক্রিয়াটি সহজতর হবে।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী
ভাইস চ্যান্সেলার
এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক উপদেষ্টা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, "সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশে ২৮ শতাংশ নগরে বসবাসরত জনসংখ্যা ৬০ শতাংশ জিডিপিতে প্রভাব রাখছে, যা গ্রামীণ জিডিপির তুলনায় দ্বিগুণ। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা উচিত এবং ২০৫০ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে কম্প্যাক্ট টাউনশিপের আওতায় আনতে চাই। ২০৫০ সালে জনসংখ্যা ১৯০-২৩০ মিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। সেটি আরেক মতে ২৫ কোটিতে থেমে গিয়ে পরে কমতেও পারে। আমরা ২০৫০ সালে জনসংখ্যাকে যদি ২১ কোটিতে রাখতে চাই, তাহলে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ অপরিহার্য।"

তিনি বলেন, "ঢাকা থেকে ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে আমরা যদি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কম্যুটার ট্রেনের মাধ্যমে উন্নীত করতে পারি , তাহলে শহরের বাইরে থেকেও মানুষ কম পরিশ্রমে শহরে এসে দৈনিক কাজ করে ফিরে যেতে পারবে। ঢাকার অভ্যন্তরীণ ট্রাফিকের চাপও কমে আসবে। এছাড়া স্টাডি করে শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের ব্যাপারটি দেখা উচিত। ৫-৬টি কেস স্টাডি করে কম্প্যাক্ট টাউনশিপের ফিজিবিলিটিও আমাদের দেখতে হবে। আর এক্ষেত্রে যে সকল সাকসেস স্টোরি আছে সেগুলো অনুপ্রাণিত করতে পারে।" তিনি বলেন, বর্তমান কৃষিজমিতে যে পরিমাণ মানুষ নিয়োজিত আছে তা এক সময় কমে যাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করতে হবে। সেখানে শুধুমাত্র ভৌত অবকাঠামোর সংযোগ নয়, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য যোগাযোগ দেখতে হবে। তার মতে, কম্প্যাক্ট টাউনশিপের একটি সার্বিক পরিকল্পণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আরবান প্লানারসহ আর্কিটেক্টও দরকার হবে।

আলোচনা পর্ব-২

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বক্তা ১: কাজী বেবি, সমাজকর্মী, পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম ও ইউএন হ্যাবিটেট।

তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপের নিরাপত্তা বিশেষকরে মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি জানতে চান। এছাড়া ঢাকা শহরে বসবাসরত ৪০ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন পরিকল্পণাও গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সভার সভাপতি মুয়ীদ চৌধুরী জানান যে, টাউনশিপ ঢাকা বা চট্টগ্রাম এর বাইরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

বক্তা ২: মোহাম্মদ জাকারিয়া, গণগবেষণা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।
রেমিটেন্সের মাধ্যমে যে টাকা বাইরে থেকে আসছে সেটি টাউনশিপের মতো একটি কার্যকর পরিসরে বিনিয়োগ করা উচিত বলে তিনি জানান।

বক্তা ৩: নুরুল ইসলাম নাজেম, অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তিনি বলেন, ল্যান্ড ইউজ সার্ভে করে দেখা গিয়েছে যে বর্তমান বাংলাদেশে কৃষিজমি আছে মাত্র ৫৫% শতাংশ। গড়ে ২৫ শতাংশ আবাসন ও ২০ শতাংশ বনভূমি। তাই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভূমি রক্ষার জন্য আসলে কৃষিজমিকে সিল করে দিতে হবে। এভাবে টাউনশিপ করলে আমরা কৃষিভূমি ও জলভূমি রক্ষা করতে পারব এবং বাসস্থানেরও নিশ্চয়তা হবে বলে তিনি জানান।

বক্তা ৪ : মো: সাব্বির আলী খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্লানার্স।
তার মতে, নগরায়ণ বলতে শহর শুধু নগরকেই বুঝায়, কিন্তু পলিসিতে অবশ্যই গ্রামাঞ্চলও যেন অন্তর্ভূক্ত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই গ্রামাঞ্চলের যে সীমানা রয়েছে, তা ফলো করলে আমরা একটি হিসাব দিতে পারি এর কোথায় কি আছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপে মাথাপিছু কত জায়গা লাগে সেটি হিসাব করতে হবে। উপজেলার সাথে এর দূরত্ব ও অন্যান্য পরিসীমা হিসেব করে গ্রামগুলোর বাউন্ডারি দেয়া প্রয়োজন যাতে সেগুলো এর বাইরে বিস্তৃত না হয়। তিনি বলেন, এটি প্রণয়নের জন্য সয়েল সার্ভে ইনস্টিটিউটের উপজেলা লেভেলের সার্ভে ম্যাপ কাজে লাগানো যেতে পারে।

বক্তা ৫: শিক্ষক, নগর পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
তিনি বলেন, "গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানায় আলাদাভাবে সেটেলম্যান্ট রয়েছে। আমরা যদি নতুন করে কম্প্যাক্ট টাউনশিপের কথা চিন্তা করি, তাহলে একে কোথায় ফেলবো, গ্রোথ সেন্টারে না-

আলোচনা পর্ব-২

প্রশ্নোত্তর পর্ব

কি ইউনিয়ন হেড কোয়ার্টারে সেটি আলোচনার বিষয়। যদি ২০ হাজার লোক একত্রে থাকে, তাদের কিছু সার্ভিস প্রয়োজন হবে, সেটি কিভাবে করা হবে, যেখানে ইতোমধ্যে ৩১৫টি পৌরসভা করা হয়ে গেছে বাংলাদেশে, এটি আমার উদ্বেগ। ফিলোসফি, এথিক্স, প্রপার্টি রাইটস ও পাইলটিং কিভাবে হবে সেটি গবেষণার বিষয়। কিন্তু আমি মনে করি নগরায়ণ হচ্ছে, এ থেকে বের হয়ে আসার জন্য কম্প্যাক্ট টাউনশিপ হতে পারে এবং এ নিয়ে বিশদ গবেষণা করার ক্ষেত্র রয়েছে।"

বক্তা ৬: নাসির উদ্দিন, প্রাক্তন সচিব।
তিনি বলেন, "আমি একবার জাপানে ভিজিটে গিয়ে একটি টাউনশিপ পরিদর্শন করেছি, যেখানে ৬০ বছরের নিচে মানুষ নেই। তারা যুবকদের গ্রামে ধরে রাখতে পারছেন না। শুধু বৃদ্ধরা সেখানে থাকছেন এবং তাদের জন্য গ্রামে সকল সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। আমরা সবাইকে না ধরতে পারলেও কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপকে ধরতে পারছি কি-না সেটি দেখতে হবে।"

বক্তা ৭: শরিফ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তিনি বলেন, আমাদের সামাজিক ও চিন্তা চেতনার দিকটিও ভাবতে হবে। আমাদের একটা মনস্তাত্ত্বিক রেঁনেসার দরকার, যাতে এই পরিবর্তনগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি।

বক্তা ৮: মোহাম্মদ জিনাত আলী মিয়া, ট্রান্সপোর্ট ইকনোমিস্ট ও ব্যবসায়ী।
তিনি বলেন, ভারতে একটা কম্প্যাক্ট ভিলেজে ৪৫০ থেকে ৭৫০ স্কয়ারফিট অ্যাপার্টমেন্টের দাম এসেছে ১১-১৬ হাজার রুপি। বাংলাদেশের যে হারে গ্রোথ হচ্ছে, সেখানে কম্প্যাক্ট টাউনশিপকে গুচ্ছগ্রাম হিসেবে করতে পারলে ভালো হবে বলে তিনি জানান।

বক্তা ৯ : জাকির হোসেন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেন্ট।
"আমাদের প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে এখানে আসলে কি স্কেলে শিল্প হবে। সেক্ষেত্রে স্পেশাল ইকনমিক জোন এখানে কিভাবে হতে পারে, সেটা চিন্তা করে দেখতে হবে। আমাদের দেশ যে যায়গায় এসেছে তার কারন রপ্তানিমূখী শিল্প। এছাড়া পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এটি করা যায় কি-না সেটিও দেখতে হবে আমাদের।"

বক্তা ১০ : হাবিবুর রহমান, শিক্ষক।
নগর ও গ্রামের জন্য সামগ্রিক সংস্কার প্রয়োজন বলে তিনি তার অভিমত জানান।

আলোচনা পর্ব-২

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বক্তা ১১: খন্দকার রেবেকা সোনিয়া।
তিনি জানতে চান কমপ্যাক্ট টাউনশিপের কাজগুলো কে এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

বক্তা ১২: মোজাম্মেল হক, চেয়ারম্যান, গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ।
জনাব মোজাম্মেল হক তার 'ফোর কাউ মডেল' সম্পর্কে আলোচকদের অবহিত করেন। তিনি ২০০৪ থেকে ৬ একর জমিতে কৃষিকাজ করছেন। তিনি জানান, "আমি উন্নত জাতের গাভী ও বায়োগ্যাস প্লান্ট নিয়ে খামার শুরু করেছিলাম। ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে আমি এখন প্রত্যেকদিন পাচ্ছি ৬০কেজি জৈব সার, ৬.৪ ঘনফুট বায়োগ্যাস, ১২ লিটার দুধ ও প্রতি ১৪ মাসে ২টি বাছুর। ২০০৪ থেকে এখন পর্যন্ত ২৯টি গরু বিক্রি করেছি ও প্রতিদিন ৬টি বাড়িতে আমি গ্যাস সরবরাহ করি রান্নার জন্য। এটি করে আমি দেখলাম আমাদের গ্রামের বেকার এবং যে সকল ছেলেরা বাড়তি আয় করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যায়, তারা যদি দেশেই এই কাজ করতে পারে, তাহলে তাদের বাইরের দেশে শ্রম ব্যয় করতে হতো না। বরং অতিরিক্ত ৬-৮ হাজার টাকা মাসিক ইনকাম হত।"

তিনি জানান, খামারভিত্তিক কাজের মাধ্যমে খুব সহজেই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন সম্ভব। এ ধরণের প্রকল্পের জন্য ব্যাংক থেকে সহজে ঋণও পাওয়া যায়। মাইগ্রেশন না করে গ্রামে থেকেই স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব বলে তিনি ব্যক্ত করেন। এতে শহরের ওপর চাপ কমবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে তিনি আশা রাখেন।

প্রশ্নোত্তরে ড. সেলিম রশিদঃ
ড. সেলিম রশিদ বক্তাদের প্রশ্নের জবাবে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তার মতে, কম্প্যাক্ট টাউনশিপ একটিড্রাফট ও আইডিয়া মাত্র।

তিনি জানান, বুয়েটের ছাত্ররা ময়মনসিংয়ের দুটো গ্রামে যেয়ে প্রশ্নমূলক জরিপ করে, এরকম টাউনশিপ থাকলে সেখানকার মানুষ যেতে রাজি আছেন কি-না জানতে চাইলে জানান, তারা অবশ্যই সেখানে যেতে চান, কিন্তু তাদের সবাইকে একই গ্রামে থাকার নিশ্চয়তা দিতে হবে, কারন তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। যেহেতু কম্প্যাক্ট টাউনশিপ একটি পরিকল্পিত অবকাঠামো, তাই সেখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থাও পরিকল্পিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

আলোচনা পর্ব-৩

সমাপনি পর্ব

জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী

চেয়ারম্যান, ব্র্যাকনেট

সাবেক উপদেষ্টা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী চেয়ারপার্সন হিসেবে তাঁর সমাপনী বক্তব্য রাখেন।

তিনি মূলতঃ বিষয়টিকে ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করেন। তিনি বলেন, ভূমি আইনকে বাস্তবতার নিরিখে পরিবর্তন করতে হবে। ডিজিটালাইজেশান প্রসেসের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে ১০ বছরের মধ্যে ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়ন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ২০৫০ সালের জন্য আমাদের আনুপাতিক কত কৃষিজমি লাগবে সেটি ঠিক করে তা নির্ধারণ করে ফেলতে হবে। জলাভূমি, বনভূমি কতটুকু রাখা প্রয়োজন সেটিও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, সকল সরকারি ভবণ চারতলার নিচে হবে না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই জমি রক্ষার একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজটি যদি শুরু হয় তাহলে ১৫-৩০ বছরের মধ্যে আমরা একটি অবস্থানে আসতে পারব।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহর ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে বলে তিনি জানান। কম্প্যাক্ট টাউনশিপে যাওয়ার আগে বর্তমান আইনে কলাবরেশন অফ হোম সেটেলমেন্ট করতে হবে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও এনজিওকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

"বাংলাদেশ আয়তনে ছোটো হলেও এর জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। তাই আমাদের প্রভিনশিয়াল সরকার চিন্তা করতে হবে। তখন সেন্টার ও প্রভিন্সের কারণে লোকাল গভর্ণমেন্টও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হওয়া শুরু করবে।"

তিনি বলেন, "ঢাকা শহরের ভেতরে অনেক গার্মেন্টশিল্প রয়েছে যেখানে প্রায় ৮-১০ লক্ষ কর্মী রয়েছে যারা বস্তিতে থাকে। এই ৮ লক্ষ লোকের জন্য ট্রান্সপোর্টসহ যে সকল সার্ভিস প্রয়োজন হচ্ছে তা যদি ঢাকা থেকে কমিয়ে ফেলা যেত, তাহলে দেখা যেত জনসংখ্যার হিসেবে এর ফলস্বরূপ ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক হ্রাস পেতো। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন আমাকে মংলা যেতে হয় ইপিজেড পরিদর্শনের জন্য। সেখানে বিশাল পরিমাণ জায়গা খালি পরে রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত, ঢাকা শহরে যে গার্মেন্টশিল্প রয়েছে সেগুলোকে যদি স্থানান্তর করা যায়, তাহলে রপ্তানির জন্য প্রতিনিয়ত ঢাকা চিটাগাং রুটের হাইওয়েতে যে সব ট্রাক চলাচল করে তা থাকবে না এবং রাস্তা অনেকাংশে খালি হয়ে যাবে। মংলা পোর্টও সচল হয়ে যাবে।"

http://www.ctfoundation.org/ ওয়েবলিঙ্কে সবার সুচিন্তিত মতামত জানানোর অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইভেন্ট চিত্র

সেমিনারের রেজিস্ট্রেশন পর্ব

রেজিস্ট্রেশন

বক্তব্য রাখছেন ড. আকবর আলী খান

বক্তব্য রাখছেন জনাব মাহবুব জামিল